বাজেটে কৃষিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ৯ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার

কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর বাঁচাও; দেশ বাঁচাও, ৯ দফা মেনে নাও
ফসলের লাভজনক দাম চাই, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার কর
খাস জমি ভূমিহীনদের দাও, ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প ও পল্লী রেশন চালু কর
দাবিপক্ষ ২৭ ফেব্রুয়ারি-১৩ মার্চ ২০১৯
কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ
ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজ খাদ্যের নিশ্চয়তা দাও
পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা চালু কর
ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন
বিপ্লবী কৃষক সংহতি
সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ পরবর্তী মিছিল

কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও দেশ বাঁচাতে বাজেটে কৃষিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রতি ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র চালু, ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত, সরকার নির্ধারিত দামে ধানসহ ফসল ক্রয়, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, স্বল্পমূল্যে গ্রামীণ রেশনিং ও ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু, খাস জমি ভূমিহীনদের বরাদ্দ, কৃষি জমি সুরক্ষা আইন প্রণয়নসহ ৯ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান

কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও দেশ বাঁচাতে ৯ দফা দাবিতে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত দেশব্যাপী পালিত হয়েছে দাবিপক্ষ। এ সময়ে সারাদেশে পথসভা-হাটসভা, পদযাত্রা-মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দাবিপক্ষের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯’ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাজ্জাদ জহির চন্দন, বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাইফুল হক, অ্যাড. আনোয়ার হোসেন রেজা, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, লিয়াকত আলী, ফিরোজ আহসান, নিখিল দাস প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের কৃষক কিনতে ঠকে, আবার বেচতেও ঠকে। যে কৃষক উৎপাদন করে ১৭ কোটি মানুষের মুখের ভাত জোগায়, যাদের শ্রমে-ঘামে খাদ্য উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ; সরকার যার কৃতিত্ব দাবি করে। ১৯৭২ সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি, খাদ্য উৎপাদন হতো ১ কোটি মেট্রিক টন। বর্তমানে জনসংখ্যা ১৭ কোটি, খাদ্য উৎপাদন বেড়ে হয়েছে পৌনে ৪ কোটি মেট্রিক টন। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়েছে সোয়া দুই গুণ, খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণ। তারপরও কেন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকে? সরকার ঘোষিত মূল্যে ধানসহ ফসল বিক্রি করতে না পেরে লোকসান দেয় কৃষক। লাভবান হয় মধ্যস্বত্তভোগী ফড়িয়া ও চাতাল মালিক, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এবছর আলুর বাম্পার ফলনও হয়েছে, মৌসুমের শুরুতে প্রথম সপ্তাহে মণপ্রতি দাম ছিল ৪০০ টাকা, বর্তমানে কমে হয়েছে মণপ্রতি আলুভেদে ১৪০ টাকা থেকে ২৭০ টাকা। ফলে আলু চাষিদের বিঘাপ্রতি ৮-৯ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে। তাছাড়া নেই পর্যাপ্ত সরকারি কোল্ডস্টোরেজ ও বিদেশে রপ্তানির উদ্যোগ। নেই কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা কৃষিঋণ নিয়ে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলহানিতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে দায়ের করা হয়েছে হয়রানিমূলক সার্টিফিকেট মামলা ও প্রায় ১২ হাজার কৃষকের নামে জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। এই ঋণের পরিমাণ মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ে দেশের ব্যাংক থেকে ১০ বছরে ২২ হাজার ৫০২ কোটি টাকা লুট করেছে অসৎ ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা। দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকা (অবলোপনকৃত ঋণসহ)। সেই টাকা উদ্ধারে সরকারের তেমন কার্যকর তৎপরতা নাই। একদেশে দুই আইন চলতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও দেশ বাঁচাতে সংগ্রাম পরিষদের নিম্নোক্ত ৯ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

১। ধান, আলুসহ কৃষি ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত কর; প্রতি ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র চালু করে উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে ফসল ক্রয় কর। সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ কর। জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়াও।

২। ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ দাও; স্বল্পমূল্যে গ্রামীণ রেশনিং ব্যবস্থা ও ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু কর। দুস্থভাতা, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিএফ, ভিজিডি, টেস্টরিলিফ, বয়স্কভাতাসহ সকল গ্রামীণ প্রকল্পের দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বন্ধ কর।

৩। খাস জমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের নামে সমবায়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ দাও। বেকার যুবকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দাও, কর্মসংস্থান কর।

৪। ভূমি অফিস, তহসিল অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ ও ব্যাংক ঋণের দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ কর। পুলিশি হয়রানি, জুলুম, নিপীড়ন, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার বাণিজ্য বন্ধ কর।

৫। কৃষকের নামে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার কর। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদাসলে মওকুফ কর। শস্য বিমা চালু কর। এনজিও ও মহাজনি ঋণের হয়রানি বন্ধ কর।

৬। কৃষি জমি অকৃষি খাতে ব্যবহার রোধ কর। কৃষি জমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন কর। আখ চাষিদের রক্ষা কর, বকেয়া পাওনা পরিশোধ কর। আম চাষিদের রক্ষায় উদ্যোগ নাও। নদী-খাল খনন কর, দখল-দূষণ বন্ধ কর, নদীভাঙ্গন রোধে ব্যব্যস্থা নাও। হাওর সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নাও।

৭। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূর কর; লবণাক্ততা রোধে ব্যবস্থা নাও। তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় কর; বাংলাদেশকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা কর।

৮। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাও; মাতৃভাষায় শিক্ষা ও ভূমির অধিকার এবং জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।

৯। নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে দ্রুত নির্বাচন দাও; জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা কর। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিমূলক ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর।